

কৃষি সুপারিশ

৩৬ ই নভেম্বর ২০২২ (১৬-১৯ ই কার্তিক ১৪২৯)

ফসলী, মটর, মুসুরি, ইত্যাদির বীজ বোনার কাজ শুরু করুন। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য ধাইরাম অথবা ক্যাপটান ২.৫ গ্রাম ওষুধ প্রয়োজন। এর ১ সপ্তাহ পরে রাইজিবিয়াম কালচার বীজের সাথে মাথিয়ে বীজ বুনুন।

বেঙ্গুরী:- জাত নিমল, রতন, পুসা-২৪। হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি বীজ প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট ও ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মটর-জাত: ইন্দ্রিমা মটর-১, আই এফ পি ডি-৬-৩, ধূসর প্রতীক, জি,এফ-৬৮, ডি, ডি, আর-২৩। হেক্টর প্রতি ৫০-৭৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার এবং ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ৪০ কেজি ফসফেট, ৪০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

মুসুরী : জাত : পুসা আগতী, মৈত্রী, সুব্রত, কে-৭৫। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার ও রাসায়নিক সার হিসাবে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করুন।

খরিফ ভূট্টা - ভূট্টায় ফল আর্ষি ওয়ার্ম নামক লেদা শোকার অক্রমণ দেখা গেলে নোভালিউরোন + ইমামেকটিন বেনজোয়েট মিশ্রণ ১.৭৫ মিলি বা ইমামেকটিন বেনজোয়েট ৮ গ্রাম অথবা স্পিনেটোরাম ০.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে অথবা ফ্লোরানট্রানিলিপোল ৪.৫ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। **পাতা ধুসা -** লহাকার বা ডিহাকার ফ্যাকশে বড় দাগ পাতার দেখা যায় ও শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম জিনেব বা ১.৫ মিলি হেল্লোকোনাডোল গুলে স্প্রে করতে হবে।

সন্ধ্যা- টেরি - উন্নত জাত অগ্রণী (বি-৫৪), পার্শ্বালী। আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে কার্তিকের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনার উপযুক্ত সময়। বীজ বোনার পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ২.৫ গ্রাম ক্যাপটান ৫০ % বা ২-২.৫ গ্রাম ধাইরাম ৭৫% মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈবসার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস প্রয়োগ করতে হবে। বিনা সেচে চাষ করলে ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফরাস ও ১২ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সেচসেবিত এলাকার জমি তৈরীর সময়ে প্রথমবার ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ১৪ কেজি ফসফরাস ও ৭ কেজি পটাশ সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পরে একরে ১৪ কেজি নাইট্রোজেন, ও ৭ কেজি পটাশ চাপান সার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

শ্বেত সন্ধ্যা - উপযুক্ত জাতগুলি হল- বিনয় (বি-৯), সুবিনয়, ঝুমকা। ক্যাপটান ৫০% ২.৫ গ্রাম বা ধাইরাম ৭৫% ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। একর প্রতি ২ টন জৈব সার ও ৬ কেজি অ্যাজোফস দিনা সেচবদ্ধ এলাকার শেষ চাষে একরে ২০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফরাস ও ১০ কেজি পটাশ সার দিন।

আমন ধান শতকরা ৮০ ভাগ ধান থেকে চালে ধান কেটে ফেলুন। পোকা দমনে রাড্রে আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করুন। বীজ রাখার জন্য নির্ধারিত জমি থেকে ত্রি জাতের গাছ তুলে ফেলুন।

আলু সময় মতো ফসল কেটে নিনা পরবর্তি আখ বসানোর পরিকল্পনা করুন।

আলু আলু বীজকণন করুন। জাত কুফরি-চন্দ্রমুখী, কুফরি-অশোকা, কুফরি-শোখরাজ, কুফরি-লভকর, কুফরি-জ্যোতি, কুফরি-লালিমা, কুফরি-আনন্দ, কুফরি-চিপসোনা-১, কুফরি-চিপসোনা-২ ইত্যাদি-৩টি চোখ বৃদ্ধ কমপক্ষে ২০ গ্রাম ওজনের আলু-কন্দ শোধন করে ১ হাত দূরে দূরে সারিতে ও সারিতে ১ হাতে ৩ টি করে কন্দ বসান। হেক্টর প্রতি ১৮-২০ কুইন্টাল আলু-কন্দের প্রয়োজন। বীজ শোধনের জন্য নিম্নলিখিত দ্রবনে বীজ-আলু ডুবিয়ে রাখতে হবে:

ক) মেটাল্যাঙ্গিল ৩৫%: ০.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৫-১০ মিনিট, অথবা

খ) ম্যানকোজেব ৭৫ %: ২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ১০ মিনিট।

মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জমিতে সার প্রয়োগ করুন। অন্যথায়, মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈব সার ১০ টন, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং নাইট্রোজেন ৬৬.৫ কেজি ৫০ কেজি ফসফেট, ৫০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন।

গম বীজ বোনার পরিকল্পনা করুন। এই জন্য পি বি ডব্লিউ-৩৪৩/৪৪৩/৩৭৩/৫০২, রাজলক্ষি,


কে-৩০৭(শতাব্দী), সোনালী, ইউ পি-২৬২, আর আর-২, দেবা (কে-৯১০৭) ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করুন। হেক্টর প্রতি ১০০ - ১২০ কেজি বীজের প্রয়োজন। জমির জো দেখে চাষ দিয়ে মাটি ঝুড়ঝুড়ে করে বীজ বুনুন। মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার, ১৫ কেজি অ্যাজোফস এবং ৬০ কেজি নাইট্রোজেন, ৬০ কেজি ফসফেট, ৬০ কেজি পটাশ সার মাটিতে মিশিয়ে দিন। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম কার্বোয়াক্সিন ও ২.৫ গ্রাম ধাইরাম অথবা ২ গ্রাম কার্বোডাজিম বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে নিন।

আমন ধান কাটার পরে দ্রিলেজ পদ্ধতিতে জমিতে যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ বুন ও সার প্রয়োগ করে অলো ফলন পাওয়া যায়।

বিভারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে



ব্যুৎ কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তত্ত্ব ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ